বাণিজ্য সংবাদ

মারুতি সুজুকির মুনাফা বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : মহামারির ধাক্কায় ২০২০-'২১ অর্থবর্ষের প্রথম (এপ্রিল-জুন) কোয়ার্টারে ২৪৯.৪ কোটি টাকা লোকসান করেছিল মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেড। দ্বিতীয় কোয়ার্টারেই ঘুরে দাঁড়াল সংস্থাটি। জুলাই-সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে মারুতির নিট মুনাফা হয়েছে ১,৩৭১.৬ কোটি টাকা। ২০১৯-'২০ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে মুনাফা হয়েছিল ১,৩৫৮.৬ কোটি টাকা। সদ্যসমাপ্ত দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ১৬ শতাংশ বেশি গাড়ি বিক্রি হয়েছে। ফলে আয় ১০.৪ শতাংশ বেড়ে ১৮,৭৪৪.৫ কোটি টাকা হয়েছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে মোট ৩.৯৩ লক্ষ গাড়ি বিক্রি হয়েছে মারুতির। এপ্রিল-জুন কোয়ার্টারের থেকে প্রায় ৪১৩ শতাংশ বেশি গাড়ি বিক্রি হয়েছে। এর মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৬১৯টি গাড়ি বিক্রি হয়েছে। যদিও রপ্তানি ১২.৭ শতাংশ কমে হয়েছে ২২ হাজার ৫১১টি। বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে দেওয়া মারুতির তথ্য অনুযায়ী, জুলাই-সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে বেশি গাড়ি বিক্রি, খরচ কমানো এবং বিজ্ঞাপনের খরচ কমানোয় মুনাফা বেড়েছে। তবে যন্ত্রাংশের উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি এবং টাকার দামে পতনের কারণে মুনাফার অঙ্ক প্রত্যাশার থেকে কমেছে। মারুতির ভালো ফলের জন্য উৎসবের মরশুমে গাড়ির চাহিদা বৃদ্ধিকেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

শীর্ষে স্যামসাং স্মার্টফোন

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : চলতি অর্থবর্ষের জুলাই-সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে স্মার্টফোন বিক্রিতে শীর্ষস্থানে ফিরল স্যামসাং। শীর্ষ থেকে দ্বিতীয় স্থানে নামল চিনা সংস্থা শাওমি। দেশের স্মার্টফোন বাজারের ২৪ শতাংশ এখন স্যামসাংয়ের দখলে। শাওমির দখলে আছে ২৩ শতাংশ। এরপর ভিভো (১৬ শতাংশ), রিয়েলমি (১৫ শতাংশ) এবং ওপো (১০ শতাংশ)। ২০১৮ সালের দ্বিতীয় কোয়ার্টার পর্যন্ত শীর্ষেই ছিল স্যামসাং। গত বছরের থেকে প্রায় ৩২ শতাংশ বিক্রি বাড়িয়ে ফের শীর্ষে ফিরল দক্ষিণ কোরিয়ার এই সংস্থা। পাশাপাশি জুলাই-সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে স্মার্টফোন বিক্রিতে সর্বকালীন রেকর্ড তৈরি হয়েছে। ওই তিন মাসে প্রায় ৫.৩ কোটি স্মার্টফোন বিক্রি হয়েছে। ২০১৯-'২০ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারের থেকে যা প্রায় ৯ শতাংশ বেশি। বিশেষজ্ঞদের দাবি, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে জারি করা লকডাউনে স্মার্টফোনের ব্যবহার বেড়েছে।

মাশুল বাড়াবে এয়ারটেল

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : ফের মাশুল বাড়ানোর ইঙ্গিত দিলেন ভারতীয় এয়ারটেলের সিইও গোপাল ভিত্তাল। যদিও বাড়ানোর কোনও নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলেননি তিনি। চলতি অর্থবর্ষের জুলাই-সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে এয়ারটেলের গ্রাহক পিছু আয় হয়েছে ১৬২ টাকা, এপ্রিল-জুন কোয়ার্টারে যা ছিল ১৫৭ টাকা। গত অর্থবর্ষের জুলাই-সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে এয়ারটেলের গ্রাহক পিছু আয় হয়েছিল ১২৮ টাকা। গ্রাহক পিছু আয় ২০০ টাকায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছেন ভিত্তাল। কিছু ক্ষেত্রে গ্রাহক পিছু ৩০০ টাকার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন তিনি। এই মুহূর্তে ১৬টি দেশে পরিষেবা দেয় ভারতী। মোট গ্রাহক সংখ্যা ৪৪ কোটি। ভারতে এয়ারটেলের গ্রাহক সংখ্যা ১৫ কোটি ২৭ লক্ষ। জুলাই-সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে ৪জি গ্রাহক বেড়েছে প্রায় ১ কোটি ৪৪ লক্ষ।

মুনাফা কমল এলঅ্যান্ডটি-র

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : কোভিড মহামারির ধাক্কায় ৪৫ শতাংশ মুনাফা কমল দেশের অগ্রণী নির্মাণকারী সংস্থা লার্সেন অ্যান্ড টুব্রোর (এলঅ্যান্ডটি)। ২০২০-২১ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় (জুলাই-সেপ্টেম্বর) কোয়ার্টারে সংস্থাটির মুনাফা হয়েছে ১৪১০.২৯ কোটি টাকা। কমেছে সংস্থার আয়ও। চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে সংস্থার আয় হয়েছে ৩১৫৯৩.৭৭ কোটি টাকা। গত অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে সংস্থার আয় হয়েছিল ৩৫৯২৪.৮৯ কোটি টাকা।

পাক সাংসদের মন্তব্যে বিতর্ক

ভারতের আক্রমণের ভয়ে অভিনন্দনকে ছাড়ে পাকিস্তান

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ২৯ অক্টোবর : শান্তির বার্তা কিংবা আন্তর্জাতিক চাপের কাছে নতিস্বীকার করে নয়, ভারতের আক্রমণের ভয়েই ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমানকে ইমরান খানের সরকার মুক্তি দিয়েছিল বলে বুধবার পাক সংসদের নিম্নকক্ষ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে অভিযোগ করেছেন পিএমএলএন নেতা আয়াজ সাদিক। তাঁর দাবি, ভারতের সম্ভাব্য প্রত্যাঘাতের ভয়ে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়ার পা কাঁপছিল এবং কপালে ঘাম জমেছিল। সাদিকের মন্তব্য ঘিরে স্বাভাবিকভাবে বিতর্ক শুরু হয়েছে পাকিস্তানের রাজনীতিতে। তার জের পড়েছে ভারতে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে নিশানা করে বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা ওই পাক নেতার বক্তৃতার একটি ভিডিও টুইটারে পোস্ট করেন। তিনি লিখেছেন, 'কংগ্রেসের যুবরাজ তো ভারতীয় কোনওকিছুই বিশ্বাস করেন না। আমাদের সেনাবাহিনী, সরকার এমনকি দেশের নাগরিকদেরও নয়। তাই ওর সব থেকে বিশ্বাসযোগ্য দেশ পাকিস্তানের এই তথ্য উল্লেখ করা হল। কংগ্রেস নেতারা আমাদের সেনাবাহিনীকে সবসময় উপহাস করেন। তাদের শৌর্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ভারত যাতে রাফায়েল যুদ্ধবিমান না পায়, সেজন্য কৌশল খাটিয়েছিল কংগ্রেস।'

অভিনন্দন নামা

- ২০১৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি বালাকোটে অভিযান চালায় ভারতীয় বায়ুসেনা
- ২৭ ফেব্রুয়ারি ভারতের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে হামলা চালায় পাক বায়ুসেনা
- পাক হামলাকারীদের যুদ্ধবিমান তাড়া করেন উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমান
- পাক অধিকৃত কাশ্মীরে তাঁর মিগ বিমান ভেঙে পড়ে তিনি আহত এবং বন্দি হন
- ১ মার্চ অভিনন্দনকে মুক্তি দেয় পাকিস্তান

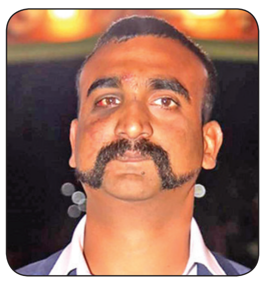

পুলওয়ামা হামলার পালটা ২০১৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি বালাকোটে অভিযান চালায় ভারতীয় বায়ুসেনা। এরপর ২৭ ফেব্রুয়ারি ভারতের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে হামলা চালায় পাক বায়ুসেনা। সে সময় পাক হামলাকারীদের এফ-১৬ যুদ্ধবিমানকে তাড়া করেছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমান। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে তাঁর মিগ বিমান ভেঙে পড়লে আহত অবস্থায় তিনি পাক সেনার হাতে বন্দি হন। তাঁর রক্তাক্ত অবস্থায় পাকিস্তানের বাহিনীর হাতে আটক হওয়ার ছবি প্রকাশ্যে আসতে নয়াদিল্লি-ইসলামাবাদ স্নায়ুযুদ্ধ চরমে ওঠে। চাপ বাড়ায় আন্তর্জাতিক মহল। দীর্ঘ টানাপোড়েনের শেষে ১ মার্চ অভিনন্দনকে মুক্তি দেয় পাকিস্তান। ওয়াঘা সীমান্তে তাঁকে বীরের মর্যাদা দিয়ে বরণ করে ভারত। পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এই মুক্তিদানের সিদ্ধান্তকে শান্তি ও সৌজন্যের বার্তা বলে জানিয়েছিলেন। সেই দাবি বুধবার নস্যাৎ হয়ে যায় সাদিকের বক্তব্যে। তিনি বলেন, 'অভিনন্দনের বন্দি হওয়ার খবর আসার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন পাক বিদেশমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশি। ওই বৈঠকে ইমরান খানের অংশ নেওয়ার কথা থাকলেও তিনি হাজির হতে চাননি। তাঁর বদলে হাজির হয়েছিলেন পাক সেনাপ্রধান কামার জাভেদ বাজওয়া। ভয়ে তাঁর পা কাঁপছিল।'

সাদিকের দাবি, কুরেশি সেদিন বলেছিলেন, 'ঈশ্বরের দোহাই, অভিনন্দনকে যেতে দিন, নয়তো রাত নয়টায় ভারত হামলা করবে।' সাদিক বলেন, 'ভারত সেরকম কিছু না করলেও পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনী সেদিন নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল এবং অভিনন্দনকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল।' ভারতীয় বায়ুসেনার প্রাক্তন প্রধান বিএস ধানোয়া বলেন, 'অভিনন্দনকে মুক্তি দেওয়া ছাড়া পাকিস্তানের কাছে আর কোনও উপায় ছিল না। সে সময় ভারতীয় সেনা পাকিস্তানের ওপর হামলার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছিল।'

পাক সাংসদের কথা

> অভিনন্দনের বন্দি হওয়ার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন বিদেশমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশি। বৈঠকে ইমরান খানের অংশ নেওয়ার কথা থাকলেও তিনি যাননি। বদলে হাজির হয়েছিলেন পাক সেনাপ্রধান কামার জাভেদ বাজওয়া। ভয়ে তাঁর পা কাঁপছিল।
>
> – আয়াজ সাদিক
> পিএমএলএন নেতা

পুলওয়ামায় হামলা কবুল করে সাফল্য দাবি পাকিস্তানের

ইসলামাবাদ ও নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : পুলওয়ামায় সিআরপিএফের কনভয়ে আত্মঘাতী হামলায় পাকিস্তান জড়িত ছিল বলে প্রায় এক বছর পর স্বীকার করল ইমরান খান সরকার। বৃহস্পতিবার পাক সংসদে ইসলামাবাদের এই প্রত্যক্ষ ভূমিকা শুধু মন্ত্রী ফাওয়াদ চৌধুরী স্বীকারই করেননি, ওই হামলাকে পাকিস্তানের সাফল্য বলেও উল্লেখ করেন তিনি। ২০১৯-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলায় সিআরপিএফের ৪০ জন জওয়ান শহিদ হয়েছিলেন। পাক মদতপুষ্ট জইশ জঙ্গিরা হামলার দায় স্বীকার করলেও খান সরকার এতদিন দাবি করেছে, নাশকতার সঙ্গে পাকিস্তানের কোনও সম্পর্ক নেই। পাক সংসদ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি (মজলিসে সুরা)-তে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর বিবৃতি প্রমাণ করল, এতদিন ডাহা মিথ্যা বলেছে ইসলামাবাদ। ফাওয়াদ এদিন বলেন, 'আমরা ভারতে ঢুকে মেরেছি। পুলওয়ামায় আমাদের সাফল্য ইমরান খানের নেতৃত্বে দেশবাসীর সাফল্য। আমরা প্রত্যেকে এই সাফল্যের অংশীদার।' এদিন পাক সংসদে ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমানকে ছেড়ে দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। পাকিস্তান মুসলিম লিগ (নওয়াজ গোষ্ঠী)-র সাংসদ আয়াজ সাদিক অ্যাসেম্বলিতে বলেন, সেসময় গুরুত্বপূর্ণ এক বৈঠকে বিদেশমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশি তাঁদের বলেছিলেন, অভিনন্দনকে না ছাড়লে রাত ন'টার মধ্যে ভারত আক্রমণ করবে পাকিস্তানকে। সাদিক বলেন, সেই সময় বিরোধীরা সরকারকে জানিয়েছিল, সরকারের পাশে তাঁরা আছেন। তাঁর এই বক্তব্যকে ঘিরে সমালোচনার ঝড় ওঠায় মন্ত্রীর সাফাই, তিনি পুলওয়ামা পরবর্তী পদক্ষেপের কথা বলতে চেয়েছেন। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তান যুদ্ধ চায় না। পুলওয়ামা পাকিস্তানের করণীয় ছিল, তা তিনি বলেননি। ফাওয়াদের আগের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ ভারত জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক আর্থিক নজরদারি সংস্থা ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্সের উচিত পাক সংসদে মন্ত্রীর বক্তব্যকে গ্রহণ করা।

> " আমরা ভারতে ঢুকে মেরেছি। পুলওয়ামায় আমাদের সাফল্য ইমরান খানের নেতৃত্বে দেশবাসীর সাফল্য। আমরা প্রত্যেকে এই সাফল্যের অংশীদার।
>
> –ফাওয়াদ চৌধুরী, মন্ত্রী

সরকারের পদক্ষেপে মৃত্যুতে রাশ, দাবি মোদির

সংক্রমণ ফের ঊর্ধ্বমুখী, তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : দু'দিন আগে দেশে দৈনিক করোনা সংক্রমণ নেমেছিল ৩৬ হাজারের কাছাকাছি। বৃহস্পতিবার সেই সংখ্যা ১৪ শতাংশ বেড়ে পৌঁছে গেল প্রায় ৫০ হাজারে (৪৯,৮৮১)। একই সঙ্গে দেশে মোট সংক্রামিত ছাড়িয়ে গেল ৮০ লক্ষ। আগের কয়েক দিনের চেয়ে বেড়েছে সংক্রমণের হারও (৪.৬৪ শতাংশ)। এখনই দ্বিতীয় ঢেউ না বললেও বিশেষজ্ঞদের অনেকে মনে করছেন, উৎসবের মরশুমে জনসমাগমের জেরে নতুন করে সংক্রামিতের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে পারে। মৃতের সংখ্যাও সামান্য বেড়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৫১৭ জনের। তবে কিছুটা স্বস্তি দিয়ে সুস্থতার হার এখন ৯১ শতাংশ ছুঁইছুঁই (৯০.৯৯ শতাংশ)। মৃত্যুর হার কমে হয়েছে ১.৪৯। বুধবারের পরিসংখ্যানে একদিনের সংক্রমণ ছিল ৪৩,৮৯৩। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড পজিটিভ হয়েছেন ৪৯,৮৮১ জন। এতে দেশে করোনা সংক্রামিতের মোট সংখ্যা বেড়ে হল ৮০,৪০,২০৩। প্রতিদিন করোনামুক্তের সংখ্যাও বাড়ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৫৬,৪৮০ জন। দেশে মোট করোনামুক্ত এখন ৭৩,১৫,৯৮৯ জন। এই মুহূর্তে দেশে অ্যাক্টিভ পজিটিভের সংখ্যা ৬,০৩,৬৮৭।

হায়দরাবাদে নমুনা সংগ্রহ। – এএফপি

করোনা তথ্য

২৪ ঘণ্টায় সংক্রামিত	৪৯,৮৮১
মোট সংক্রামিত	৮০,৪০,২০৩
মোট অ্যাক্টিভ পজিটিভ	৬,০৩,৬৮৭
সুস্থতার হার	৯০.৯৯
২৪ ঘণ্টায় সুস্থ	৫৬,৪৮০
মোট সুস্থ	৭৩,১৫,৯৮৯
২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু	৫১৭
মোট মৃত্যু	১,২০,৫২৭

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৃহস্পতিবার বলেন, করোনা মোকাবিলায় ভারত বিস্ময়করভাবে লড়ছে। করোনায় যত মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তার চেয়ে বেশি মৃত্যু রোধ করা গিয়েছে লকডাউন ও অন্যান্য কৌশল গ্রহণ করায়। এই নজির সামনে রেখে ভারতের করোনা লড়াইয়ের মূল্যায়ন করা উচিত। অন্য দেশের তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি লকডাউন ঘোষণা করার ফলে ভারতে সংক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রীর দাবি। তাঁর বক্তব্য, সংক্রমণের হার কখনওই বেলাগাম হয়নি ভারতে। সুস্থতার হার বরং প্রতিদিন বেড়েছে। পাশাপাশি সংক্রমণ নির্ণয় ও চিকিৎসা পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটিয়ে মৃত্যুহার সর্বনিম্ন রাখা সম্ভব হয়েছে। মোদির কথায়, করোনা হানা দেওয়ায় দেশের অর্থনীতি প্রাথমিকভাবে কিছুটা ধাক্কা খেলেও ২০২৪ সালের মধ্যে ভারতকে ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতির দেশ বানানোর লক্ষ্য অপূর্ণ থাকবে না। প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস, এখনও করোনার টিকা পাওয়া যায়নি বটে, তবে তা হাতে এলে দেশের সব নাগরিকের জন্য ব্যবস্থা করা হবে। কেউ বাদ পড়বেন না। অন্যদিকে, যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও দিল্লিতে সংক্রমণের তৃতীয় ঢেউ এসে গিয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন বলেন, শুধু সম্ভাবনা নয়, ইতিমধ্যে তৃতীয় ঢেউ শুরু হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।' গত কয়েকদিন ধরে দিল্লিতে সংক্রমণ লাফিয়ে বাড়ছিল। বৃহস্পতিবার সেই সংখ্যা ছাপিয়ে যায় অতীতের সব রেকর্ড। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এদিন সংক্রামিত হয়েছেন ৫,৬৭৩ জন। এই নিয়ে দু'বার সংক্রমণ কমে আবার বাড়তে শুরু করল রাজধানীতে। এর পরেই তৃতীয় সংক্রমণের জল্পনা শুরু হয়।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের এদিনের বুলেটিন অনুযায়ী, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট করোনা টেস্ট হয়েছে ১০,৭৫,৭৬০ জনের। বুধবারের চেয়ে প্রায় ৯ হাজার বেশি। এর মধ্যে ৪৯ হাজারের বেশি রিপোর্ট পজিটিভ আসায় সংক্রমণের হার বেড়ে হয়েছে ৪.৬৪। বুধবার এই হার ছিল ৪.১১। বৃহস্পতিবারের বুলেটিন অনুযায়ী দেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫১৭ জনের। বুধবার এই সংখ্যা ছিল ৫০৮। দেশে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মোট কোভিডের বলি ১,২০,৫২৭ জন। রাজ্যগুলির মধ্যে মোট সংক্রমণের নিরিখে বরাবরই শীর্ষে মহারাষ্ট্র। সেই প্রবণতা এখনও অব্যাহত। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে মোট সংক্রামিতের সংখ্যা ১৬,৬০,৭৬৬। উদ্বেগ রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ নিয়েও। অস্বস্তি বাড়াচ্ছে দিল্লি এবং পশ্চিমবঙ্গ।

পাকিস্তানে মন্দির নির্মাণে ছাড়পত্র

ইসলামাবাদ, ২৯ অক্টোবর : স্বাধীনতার ৭৩ বছর পর পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে প্রথম হিন্দুমন্দির নির্মাণে ছাড়পত্র দিল মুসলিম ধর্মগুরুদের একটি কমিটি। গত জুনে এই মন্দির নির্মাণে সম্মতি দিয়েছিল ইমরান খান সরকার। মন্দির নির্মাণের খরচ বহন করার কথা ছিল পাক সরকারের। সেই অনুসারে ইসলামাবাদে মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। তারপর হিন্দুমন্দির নির্মাণ নিয়ে একশ্রেণির মানুষ বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিক্ষোভের মুখে মন্দির নির্মাণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপরই সরকারের ইসলামিক ধর্মগুরুদের কাউন্সিলের কাছে বিষয়টি পাঠানো হয়। সেই কাউন্সিল বুধবার মন্দির নির্মাণে ছাড়পত্র দিয়েছে। ইসলামাবাদের মোট প্রায় ১০ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মাত্র ৩,০০০। এই কৃষ্ণমন্দিরটি হবে ইসলামাবাদের প্রথম মন্দির।

স্বস্তি ইমরানের

ইসলামাবাদ, ২৯ অক্টোবর : ২০১৪ সালের পাক সংসদ হামলা মামলায় মুক্তি পেলেন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তবে বিদেশমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশি সহ আরও কয়েকজন পাক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা চলবে। ২০১৪-এর ৩১ অগাস্ট ইমরানের দল তেহরিক-ই-ইনসাফ এবং পাকিস্তান আওয়ামি তেহরিক সংসদ ভবন এবং প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও কর্মসূচি নিয়েছিল। ওইদিন এই দুই দলের সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে ৩ জনের মৃত্যু হয়। আহত হন ২৬ জন। এই মামলায় ইমরান ও অন্যদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী মামলা রুজু করে পুলিশ। সাংবিধানিক রক্ষাকবচ থাকায় এই মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে বর্তমান রাষ্ট্রপতি আরিফ আলভিকে।

ভোটের আগে বদল এইচ-১বি ভিসায়

সিয়াটেলে ব্যালট পেপার ভোট বাক্সে ফেলছেন এক ভোটার।

ওয়াশিংটন, ২৯ অক্টোবর : এইচ-১বি ভিসা পদ্ধতিতে ফের রদবদল করছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা দপ্তর (ডিএইচএস)-এর প্রস্তাব অনুযায়ী, এইচ-১বি ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে কম্পিউটার ভিত্তিক লটারি ব্যবস্থা তুলে দিয়ে ভিনদেশি তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের বেতন কাঠামো বিবেচনা করা হতে পারে। এর ফলে মার্কিন নাগরিকদের কম বেতনে কাজ করার বাধ্যবাধকতা কমে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। বুধবার হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দপ্তরের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আগামী একমাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে এই নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে মতামত দিতে হবে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করার মাধ্যমে মার্কিন পেশাদারদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা হল বলে মনে করা হচ্ছে। এই নিয়ম কার্যকর হলে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীরা অসুবিধায় পড়বেন। এইচ-১বি ভিসা চালু হয়েছিল জর্জ এইচডব্লিউ বুশের জমানায়। সেই সময় মার্কিন মুলুকে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে জোয়ার এসেছিল। কিন্তু কাজের জন্য দক্ষ কর্মীর অভাব ছিল। সেই অভাব পূরণ করতে ভারত, চিন সহ নানা দেশের দক্ষ তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের দিকে হাত বাড়ায় বিভিন্ন মার্কিন সংস্থা। এইচ-১বি ভিসা দিয়ে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হত মার্কিন মুলুকে। প্রতি বছর ৮৫ হাজার এইচ-১বি ভিসা দেওয়া হত। প্রাথমিকভাবে তিন বছর থাকার সুযোগ ছিল এই ভিসায়। পরে মেয়াদ বাড়ানোও যেত। এই ভিসা নিয়ে ভারত ও চিনের পেশাদাররা সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় আমেরিকায় গিয়েছেন। বিদেশি কর্মীদের তুলনায় কম বেতন দিয়ে কাজ করানোর সুযোগ থাকায়, মার্কিনিদের কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। বাধ্য হয়ে তাঁদেরও কম বেতনে কাজ করার পরিস্থিতি তৈরি হয়। ডিএইচএস-এর উপসচিব কেন কুসিনেলি বলেছেন, মার্কিন সংস্থাগুলি এইচ-১বি ভিসার অপব্যবহার করেছে। বাইরে থেকে যথেচ্ছ কর্মীকে এনে কাজ করানোয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন মার্কিন কর্মীরা। কাজের বাজারে তাঁদের চাহিদা কমে গিয়েছে। নতুন নিয়মে বিদেশ থেকে তথ্যপ্রযুক্তি ও অন্যান্য ক্ষেত্রের দক্ষ কর্মীদের স্রোত আটকানো যাবে। নতুন নিয়ম চালু হলে মার্কিন পেশাদারদের কম বেতনে কাজ করার প্রয়োজন হবে না। উপযুক্ত কাজও তাঁদের জন্য বরাদ্দ থাকবে।

লকডাউনে মেলবোর্নের পুজোয় অনলাইনে অঞ্জলি আর কনসার্ট

পুলক বসু • মেলবোর্ন

২৯ অক্টোবর : পুজো মানেই আনন্দ। সে হোক না প্রবাসের পুজো। এখানে আসার আগে কোনও ধারণাই ছিল না যে, এই সুদূর ক্যাঙারুর দেশে এত বাঙালির বসবাস হতে পারে। এক্ষুনি প্রশ্ন করবেন, এত মানে কত বাঙালি? আমি বলব, ধরুন হাজার হাজার। কী বিশ্বাস হল না তো? হবেই বা কী করে। মেলবোর্ন মানেই আমরা জানি এমসিজি আর ক্রিকেট। আর স্টিভ ওয়া বা ম্যাকগ্রাথ কাউকেই তো কোনও দিন বাঙালির ব্যাপারে বলতে শুনিনি। আমিই বরং বলি দুর্গাপুজোর কথা।

মেলবোর্ন শহরে নয়টা সর্বজনীন দুর্গাপুজো হয়। প্রতি বছরই নতুন একটি পুজো শুরু হয়। যেভাবে এখানে বাঙালির সংখ্যা বাড়ছে তাতে এটাই স্বাভাবিক। আসুন ফিরে দেখি ইতিহাসের দিকে। সাত-আটের দশকে অনেক বাঙালি চাকরি, পড়াশোনা বা ব্যবসায়িক সূত্রে মেলবোর্নে বসবাস শুরু করেন। সেই সব বাঙালি মিলে ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন অফ ভিক্টোরিয়া এবং ১৯৮৯ সালে শুরু হয় তাদের প্রথম দুর্গাপুজো। প্রতিমা আসে কলকাতা থেকে। অনেকদিন ধরে একটি পুজো চলতে থাকার পর ২০০৪-এ শুরু হয় নতুন একটি পুজো। উদ্যোক্তা বেঙ্গলি পুজো অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি অফ ভিক্টোরিয়া। আস্তে আস্তে মেলবোর্ন শহর আয়তনে বড় হতে থাকে। বাঙালির সংখ্যাও বাড়তে থাকে আর পুজোও সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে। ২০১২-তে বেঙ্গলি সোসাইটি অফ মেলবোর্ন, ২০১৪-তে মেলবোর্ন বাঙালি অ্যাসোসিয়েশন, ২০১৫ সালে ইন্ড ক্লাব উইলধাম, ২০১৯-এ উৎসব মেলবোর্ন অ্যাসোসিয়েশন এবং এই বছর শ্রীশক্তি অ্যাসোসিয়েশনের পুজো শুরু হয়েছে। নিশ্চয়ই জানেন, তিনজন বাঙালি এক জায়গায় হলেই দুর্গাপুজো হয় আর চতুর্থজন তাতে যোগ দিলেই শুরু হয় দ্বিতীয় দুর্গাপুজো।

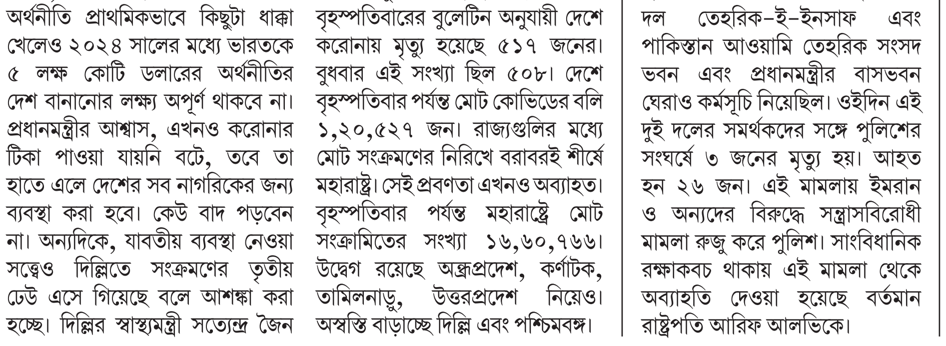

মেলবোর্নের পুজো।।

করোনা আবহে লকডাউনের মধ্যে ভিড় এড়িয়ে ঘরেই সারতে হয়েছে দুর্গাপুজো।

প্রবাস বলে পুজোর দিনগুলিতে ছুটি থাকে না। থাকে পুরোদস্তুর অফিস-কাছারি-স্কুল। কিন্তু তাই বলে কি দুর্গাপুজো হবে না? পুজোর দিনের আগে বা পরের উইক এন্ডে অনুষ্ঠিত হয় দুর্গাপুজো। দুর্গাপুজো তো পাঁচদিনের, আর উইকেন্ড তো দু'দিনের। আমাদের মতো অদম্য পুজোপ্রেমিক বাঙালির জন্য তার ব্যবস্থা হিসেবে পাঁচদিনের পুজোকে ঠেসে কম্প্রেস করে দু'দিন করে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার হয় মায়ের বোধন। শনিবারে সপ্তমী, অষ্টমী। রবিবার নবমী, দশমী, বিসর্জন। প্রতি বছর কলকাতা থেকে প্রতিমা নিয়ে আসা যেহেতু সম্ভব নয়, তাই বিসর্জন হয় ঘটেই। আর প্রতিমা প্যাকিং হয়ে চলে যায় কোনও ওয়্যার হাউস বা গুদামে।

আপনারা ভাবছেন দু'দিনে পুজো শেষ হয়ে গেলে তো আনন্দে টান পড়বে। ঠিক ধরেছেন, দু'দিনে পুজো শেষ করতে হলেও পুজোর আনন্দ যাতে চারদিন থাকে তার জন্য ৯টা পুজোকে দুটো বা তিনটে উইক এন্ডে ভাগ করে নেওয়া হয়। করোনার দাপটে এবারের কথা অবশ্য আলাদা। পুজো আদৌ হবে কি না তা নিয়ে চিন্তায় ছিলাম সবাই। মেলবোর্নে এখনও চলছে সম্পূর্ণ লকডাউন। তাই পুজো হয়েছে ঘরে এবং তার সম্প্রচার হয়েছে অনলাইনে। সেইভাবেই হয়েছে অঞ্জলি আর অনলাইন ডিজিটাল কনসার্ট।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনো সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। ভাইয়ের কৃতিত্বে আনন্দ লাভ। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। **বৃষ :** কর্মক্ষেত্রে বদলির সংবাদ। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে অযথা উদ্‌বেগ। চিকিৎসায় ব্যয়বৃদ্ধি। সাধুসঙ্গে শান্তিলাভ। **মিথুন :** পরিবারে পূজার্চনার উদ্যোগ গ্রহণ। প্রশিক্ষণের সুযোগ আসবে। **কর্কট :** কোনো দায়িত্ব থেকে সরে যেতে হতে পারে। আজ কর্মক্ষেত্রে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। **সিংহ :** নতুন গৃহ ও জমি ক্রয়ের সুযোগ মিলবে। রাজনীতির ব্যক্তি হলে সহকর্মীদের মতামত গ্রহণ করলে ভালো হবে। **কন্যা :** নিজের শরীরকে বিশ্বাস না দিলে সমস্যায় পড়বেন। স্ত্রীর পরামর্শ না শুনে সমস্যায় পড়বেন। **তুলা :** বিদেশে বাসরত সন্তানের সুসংবাদ পাবেন। আইনি ঝামেলার সম্মুখীন। **বৃশ্চিক :** পরিবারের সঙ্গে দিনটি কাটানোর চেষ্টা করুন। শিক্ষার জন্যে বিদেশ গমন। **ধনু :** আলস্যের কারণে কাজের ক্ষতি হবে। জনকল্যাণে অংশগ্রহণ করে মানসিক তৃপ্তি। দাম্পত্যে মান অভিমান চলবে। **মকর :** বাবার রোগমুক্তিতে শান্তি। সামান্য কারণে মাথা গরম করে কাজ নষ্ট করে ফেলবেন। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি। **কুম্ভ :** ব্যবসায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে হবে। সন্তানের উগ্র আচরণে মনোবেদনা। কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা মাথা তুলবে। **মীন :** বিবাদ এড়িয়ে চলুন। চিকিৎসার কারণে দূরস্থানে যেতে হতে পারে।

দিনপঞ্জি

আজ শুক্রবার ৩০ অক্টোবর ২০২০, বাংলা ১৩ কার্তিক, ১৪২৭। (ভাঃ তাং ৮ কার্তিক), মুং ১২ রবিঃ আউঃ। তুলা দং ২।২০।৫৩ গতে উদয়, মেষ ১।৪৬।১১ বিঃ গতে অস্ত। সূর্যোদয় ৫।৪৩।৪৫ গতে। সূর্যাস্ত ৪।৫৬। ৫৪ সেঃ গতে। চন্দ্রোদয় অপরাহ্ণ ঘ ৪।২৯, চন্দ্রাস্ত শেষরাত্রি ঘ ৫।১২।

চতুর্দশী তিথি দং ২৮।৫৯।৩৭ সন্ধ্যা ঘ ৫।১৯।৩৬ রেবতীনক্ষত্র দং ২৪।৪৭।৩৬ ঘ ৩।৩৮।৪৭ বজ্রযোগ দং ৫৭।৫৮।৩০ শেষরাত্রি ঘ ৪।৫৫।৯ বণিজকরণ দং ২৮।৫৯।৩৭ সন্ধ্যা ঘ ৫। ১৯। ৩৬ গতে বিষ্টি (ভদ্রা) করণ। পূর্বদিনে উল্লিখিত রাশির চন্দ্রশুদ্ধি, ঘ ৩। ৩৮। ৪৭ গতে মেষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, তুলা বৃশ্চিক, ধনু, কুম্ভ ও মীনরাশির চন্দ্রশুদ্ধি, মেষরাশির ঘাতচন্দ্র। পূর্বদিনে উল্লিখিত নক্ষত্রের তারাশুদ্ধি, ঘ ৩। ৩৮। ৪৭ গতে ২। ৩। ৫। ৭। ৯। ১১। ১২। ১৪। ১৬। ১৮। ২০। ২১। ২৩। ২৫। ২৭ নক্ষত্রের তারাশুদ্ধি। জন্মে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, ঘ ৩। ৩৮। ৪৭ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে দোষ- নাস্তি। যোগিনী পশ্চিমে, সন্ধ্যা ঘ ৫। ১৯। ৩৬ গতে বায়ুকোণে। যাত্রা - নাস্তি রিক্তাদোষ, ঘ ৩। ৩৮। ৪৭ গতে নক্ষত্রামৃতযোগমাত্র, সন্ধ্যা ঘ ৫। ১৯। ৩৬ পরে পক্ষান্তদোষ ও বিষ্ট্যাদিদোষ। শুভকর্ম -নাস্তি। বিবিধ — স্ত্রী তৈল মৎস্য মাংসাদি সম্ভোগ নিষেধ, সন্ধ্যা ঘ ৫। ১৯। ৩৬ মধ্যে মাষকলাই ভক্ষণ ও প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। বারবেলা - ঘ ৮।৩২। ২ গতে ৯। ৫৬। ১১ মধ্যে। কালবেলা ঘ ৯। ৫৬। ১১ গতে ১১। ২০। ২০ মধ্যে। কালরাত্রি ঘ ৮। ৮। ৩৭ গতে ৯। ৪৪। ২৮ মধ্যে। কুলিকবেলা ঘ ৭। ৫৮। ২৩ গতে ৮। ৪৩। ১৫ মধ্যে। কুলিকরাত্রি ঘ ৬। ৩৯। ৯ গতে ৭। ৩০। ১৬ মধ্যে। অমৃতযোগ — দিবা ঘ ৬। ৩৫ মধ্যে ও ৭। ১৯ গতে ৯। ৩১ মধ্যে ও ১১। ৪৩ গতে ২। ৩৮ মধ্যে ও ৩। ২৩ গতে ৪। ৫৬ মধ্যে। রাত্রি ঘ ৫। ৪৩ গতে ৯। ১১ মধ্যে ও ১১। ৪৭ গতে ৩। ১৫ মধ্যে ও ৪। ৭ গতে ৫। ৪৫ মধ্যে। চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার নিশিপালন — শ্রীশ্রীকোজাগরি লক্ষ্মীপুজো।